মার্কিন সমাজ পরিবর্তনের পূর্বাভাস ।

সেতারা হাশেম

মার্কিন রণোন্মাদনা নীতির ফলশ্রুতিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সামাজিক খাত সমূহে ব্যয় বরাদ্ধ হ্রাস, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিপর্যয়, শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত মার্কিনীদের আয়ের সাথে ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে ব্যর্থতা, তরুন মার্কিনীদের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যত, তাছাড়া সুপ্ত বর্ণ বৈষম্যের স্বীকার এবং সামাজিক ভাবে নিগৃহিত কৃষাঙ্গ মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষার ফলে সৃষ্ট সামাজিক দ্বন্দ্ব এবং ডেমোক্রেটিক দল কর্তৃক প্রতিকারের দেয় প্রতিশ্রুতি বারাক ওবামার বিজয়ের কারণ ।

মার্কিন সমাজের পুঞ্জিভূত বর্তমান দ্বন্দ্বের কারন বুঝতে হলে, তদীয় ইতিহাসের বস্তুবাদি বিশ্লেষণের প্রয়োজন হবে । কারণ দ্বন্দ্বের উৎস মার্কিন ইতিহাসের মধ্যে নিহিত । দ্বন্দ্বের সমাধান ওবামার বিজয়ের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক ভাবে পথ খোঁজা হচ্ছে । তবে রিপাবলিকান দলের অসহযোগিতায় শান্তিপূর্ণ উপায় চলিত দ্বন্দ্বের অবসানের আশা তিরোহিত হলে বিগত ১৮৬১ সালের মতো গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে । এবং তখন মানবতা লঙ্গিত হয়ে রক্তক্ষয়ের সূচনা করবে ।

অন্যান্য দেশের সমাজ থেকে মার্কিন সমাজ ভিন্ন উপদানে গঠিত । মার্কিন সমাজ একক কোন নরগোষ্ঠি নয় । ভাগ্যান্বেষণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশ থেকে আসা বিভিন্ন জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির অভিবাসীদের দ্বারা দেশটির সমাজ গঠিত । এক অভিন্ন মানবপ্রজাতি সৃষ্টি করতে দেশটাকে এক থেকে দেড় হাজার বছরের পথ পরিক্রম করতে হবে ।

সিগারেট শিল্পের কাঁচামাল তামাক চাষের জন্য ইউরোপের উদয়মান পুজিপতিরা ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদের সৃষ্ট ইউরোপের ভূমিহীন কৃষকদেরকে জমির মালিকানা দেয়ার লোভ দেখিয়ে উত্তর আমেরিকায় নিয়ে আসে । উক্ত অভিবাসীদের হাতে বন্দুক দিয়ে বলা হয় জমি দখল করো ও তামাকসহ কৃষি পণ্য চাষ করো এবং সিগারেট শিল্পসহ পুজির দালালদের কাছে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে নিজ ভাগ্য উন্নয়ন করো । আলোচ্য এই অভিবাসীরাই আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদেরকে হত্যা করে তাদের জমি দখল করতঃ চাষাবাদ আরম্ভ করে । আলোচ্য এই চাষাবাদের জন্য জনবলের প্রয়োজন পড়ে । ফলে বিলুপ্ত দাস ব্যবসা পুণ আরম্ভ হয় । তাই আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদেরকে দাস হিসাবে আমদানী করে মার্কিন কৃষি শ্রমিকের চাহিদা পুরণ করা হোতে থাকে ।

দাস হিসাবে কৃষাঙ্গ নর-নারী আমদানীর ফলে শ্বেতাঙ্গ নরদের যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তের এক বাড়তি সুযোগ সৃষ্টি হয় । শ্বেতাঙ্গ নরেরা আলোচ্য সুযোগ গ্রহন করতঃ কৃষাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ নামের মিশ্র এক নতুন মানবগোষ্ঠির জন্ম দেয়, যারা শ্বেতাঙ্গদেরই দাসে পরিণত হয় । তাছাড়া দাসদের সন্তানেরাও মিশ্র মানবগোষ্ঠির সাথে যুক্ত হয় । ফলে ইউরোপীয়ান- আমেরিকান রক্ষণশীল শ্বেতাঙ্গ সমাজের অভ্যন্তরে কৃষাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ-আমেরিকান ও কৃষাঙ্গ-আমেরিকান সমাজের উদ্ভব ঘটে । পুজিবাদের বাই-প্রোডাক্ট নতুন এই সমাজ রক্ষণশীল সামন্তবাদের ধারক-বাহক শ্বেতাঙ্গ সমাজের সাথে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় । যার পরিণতিতে মার্কিন গৃহযুদ্ধ এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিপাবলিকান আব্রাহাম লিনক্লন কর্তৃক দাস প্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সংজ্ঞা (Government of the people, by the people, for the people) নির্ধারণ করেন (যদিও ঐ সময় কৃষাঙ্গ নর-নারী এবং শ্বেতাঙ্গ নারীদের ভোটাধিকার ছিল না । তারা ভোটাধিকার পান বিংশ শতাব্দির প্রথমাব্দে, মার্কিন কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে । যেমন দৈনিক আট ঘন্টা কাজের স্বীকৃতি মিলে) । দাস প্রথা বিলুপ্ত হোলেও দাসদের আর্থ-সামাজিক

অবস্থা উন্নয়নের কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহন না করার ফলে কৃষাঙ্গরা আর্থ-সামাজিক ভাবে নিগৃহীত হোতে থাকে। কিন্তু মার্কিন পুজির দ্রুত বিকাশের কারনে বিষয়টি সামনে আসতে পারেনি।

পুজির ধর্ম সস্তা শ্রম ব্যবহার করে অধিক মুনফা অর্জন করা। মার্কিন পুজি তার সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত। তার বিকাশ আর সম্ভব নয়। তাই মার্কিন পুজি মুনফার খোঁজে অন্যত্র চলে গেছে। ফলে কৃষাঙ্গদের সমস্যা পুণ সামনে চলে এসেছে।

ইসলামী সন্ত্রাসী খতম ও গণতন্ত্র রপ্তানীর নামে ইরাক ও আফগান যুদ্ধে জড়িত হওয়ার ফলে অস্ত্র শিল্প ও অস্ত্র ব্যবসার রমরমা ভাব সৃষ্টি হলেও যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে সাধারণ মার্কিনীদেরকে। তাই মার্কিন সেবা খাতের ব্যয় বরাদ্ধ সংকুচিত হয়েছে। ফলে সব চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত শেনী। সকল কৃষাঙ্গ এবং সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ আলোচ্য এই শ্রেনীভুক্ত। এদের সাথে যুক্ত হয়েছে ভাগ্যান্বেষনে আসা এশিয়ার অভিবাসীরা।

অধিক মুনফার খোঁজে মার্কিন পুজি রপ্তানী হয়ে যাওয়ার ফলে পুজিবাদী অর্থনীতি বিকাশের পথ রুদ্ধ হওয়ায় অধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এইচ ওয়ানে আসা ভাগ্যান্বেষীরা। তাই তারা "হায় জাপান, হায় জার্মান" শ্লোগান দিচ্ছেন (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ায় সব চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল যুদ্ধরত সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয় পণ্য-সামগ্রী সরবরহকারী বেসামরিক ব্যবসায়ি ও তাদের পোষ্যরা, তাই তারা জাপান ও জার্মানকে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য উক্ত শ্লোগান দিয়ে দোষারাপ করছিল)।

মার্কিন অর্থনীতির বিপর্যয়ের ফলে সাদা-কালো এবং এশিয়ান অভিবাসী শ্রমজীবী মানুষকে একাট্টা করেছে। এদের সাথে যুক্ত হয়েছে মার্কিন মধ্যবিত্ত। তাই আশা করা যায় মার্কিন অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এই মূহুর্তে ইরাক-আফগান যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব না হলেও ইসলামী সন্ত্রাসী দমনের নাম করে নতুন কোন যুদ্ধে মার্কিনীরা জড়াবে না। ইরানকে আক্রমনের হুমকী দেয়ার পরিবর্তে আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে মনে হচ্ছে। প্যালেষ্টাইন ও ইস্রাইলের মধ্যে পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হবে বলে আশা করা যায়। অর্থ্যাৎ প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে বিশ্বব্যাপি মার্কিন পুজির রণোদামামা বন্ধ হবে। ফলে শ্রমজীবী মার্কিনীরা নিজ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রশাসনের উপর অধিক চাপ সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে।